১ ডিসেম্বর ২০১৫

পাকিস্তান সরকারের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর | লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ

- **অবিলম্বে পাকিস্তান সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অবনমন করা হোক**
- **পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বাংলাদেশের মাটিতে তদন্ত ও বিচারকার্য শুরু করা হোক**
- **পাকিস্তানের কাছ থেকে গণহত্যার ক্ষতিপূরণ, এবং অন্যান্য ন্যায্য দাবীর হিস্যা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হোক**
- **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের দাবী ও ১৯৭১ কে সমুন্নত করতে নাগরিক উদ্যোগ ঘোষিত: #CommitteeFor1971**
- **লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ। অন্যান্য শহরেও একই ধরণের প্রতিবাদ আয়োজনের আহ্বান**

গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে তাদের সেনাবাহিনীর সংপৃক্ততা কে সম্পূর্ন অস্বীকার করে একটি বক্তব্য দেয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস স্ট্র্যাটেজি ফোরাম (আই সি এস এফ) পাকিস্তান সরকারের গণহত্যা অস্বীকার করে দেয়া এই বক্তব্যের এবং গর্হিত অবস্থানের জন্য তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা এই যুদ্ধে আনুমানিক ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করে এবং ধর্ষণ করে প্রায় ২ লক্ষ নারীদের। যুদ্ধের কারনে প্রায় ৩ কোটি বেসামরিক মানুষ আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয় এবং আরো প্রায় ১ কোটি বেসামরিক বাঙালি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হয় ভারতের সীমানায় বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে। এই সব অপরাধ কে অস্বীকার করে দেয়া পাকিস্তান সরকারের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য এবং তথ্য প্রমাণ কে অস্বীকার করারই নামান্তর মাত্র।

পাকিস্তানের এই গণহত্যা ও অন্যান্য আন্তজার্তিক অপরাধ অস্বীকার করে দেয়া বক্তব্য আসলে বাংলাদেশ জন্মসময়ের সংগ্রামকে প্রশ্নবিদ্ধ করারই একটা প্রয়াস, তাই তাদের এই জাতীয় বক্তব্য স্পষ্টভাবে সর্বত্র প্রতিরোধ/প্রতিবাদ করা উচিত। এধরণের হঠকারী বক্তব্যের শুধুমাত্র নিন্দা জানানোই যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিয়ে পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অবনমন (downgrade) করার আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানের মত একটি দেশ পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখার অনুপযুক্ত।

আমরা আরো মনে করি বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধে যুক্ত পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের মাটিতেই তদন্ত ও বিচারকার্য শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। সেই সাথে আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি - পাকিস্তানের চিহ্নিত এই সব অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনুন, গণহত্যার ভিকটিমদের জন্য সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ আদায় করুন পাকিস্তান সরকার থেকে। অবিভক্ত পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ন্যায্য অংশীদারিত্বের সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সাহায্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দান করা ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ঢাকা শাখা থেকে লাহোর শাখায় স্থানান্তরের মাধ্যমে আত্মসাৎ করে পাকিস্তান। বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ বাংলাদেশের পাওনা এই অর্থ আদায়ের জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করা হোক, অবনমিত কূটনৈতিক সম্পর্কের আওতায়।

১৯৭১ এ সংঘটিত গণহত্যার বিপরীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, গণহত্যার স্বীকৃতি, নির্যাতিতের আত্মমর্যাদার পূনরুদ্ধার, এবং সমদর্শী ন্যায়পরায়নতা (equity) প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের দাবীগুলোকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আইসিএসএফ এর পক্ষ থেকে "Citizens' Global Committee for 1971" আহ্বান করা হচ্ছে। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং নাগরিক সমাজকে আহবান জানাই এই দাবীর পক্ষে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একে শক্তিশালী করার জন্য। এই কার্যক্রম এবং কর্মসূচীকে অনুসরণ করার জন্য এবং এতে সামিল হপয়ার জন্য চোখ রাখুন #CommitteeFor1971 এই টুইটার হ্যাশট্যাগে।

পাকিস্তানের এই বিবৃতির প্রতিবাদে আগামীকাল ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ লন্ডনের পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে আইসিএসএফ একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছে। এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করার এবং এই প্রতিবাদ সফল করার জন্য আমরা সচেতন নাগরিকদের আহবান জানাই।

101, White Chapel High Street, Ground Floor, London E1 7RA, United Kingdom
Email: info@icsforum.org, Phone: +44 7533307219